রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২০ সনের ৪৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৯, ২০২০

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯১—৭০৫
২য় খণ্ড	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৩১—৮৪৫
৩য় খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২০১—২১১
৪র্থ খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড	প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮৬৯—৯০৪
৭ম খণ্ড	অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড	বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র	সংখ্যা	
(১)	.....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	.....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	..... কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

[শুল্ক]

বিশেষ আদেশ

তারিখ : ০৫ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/২০ সেপ্টেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০৫৭/২০২০/শুল্ক/২০১**—The Customs Act, ১৯৬৯ (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেসরকারি (প্রাইভেট) প্রেমিজেসটি কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম হতে ১ কিলোমিটার (প্রায়) দূরে বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত মেসার্স সী ওয়েজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং-এস-৮-৪৯/৮৭ (HB301SB04987), তারিখ : ২৬-০৮-১৯৮৯ খ্রি:) নামীয় বেসরকারি বন্ডেড ওয়্যারহাউস (শীপ স্টোরস্ ও শীপ প্রভিশন্স) এর অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের জন্য নিম্নে বর্ণিত বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা (বন্ড লাইসেন্সে উল্লিখিত পণ্যসমূহ) নির্ধারণ করা হলো :

ক্র. নং	আমদানিতব্য পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃডঃ)
০১।	প্রভিশন ও ফুড, বন্ডেড স্টোর (Provision & Food, Bonded Stores);	২০,০০০.০০
০২।	বিদেশগামী জাহাজের নাবিক ও ক্রুদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সর্বপ্রকার ব্যবহার্য দ্রব্যাদি (সিগারেট, টোবাকো, এ্যালকোহলিক বেভারেজ, প্রসাধন সামগ্রী এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম);	৪০,০০০.০০
০৩।	অন্যান্য (লব্রিকেন্টস, লুব্রিকেটিং অয়েল, প্রেইন্ট থিনার ইত্যাদি, শীপর্স স্টোরস পণ্য)	৭.০০,০০০.০০
	মোট =	৭,৬০,০০০.০০ (সাত লক্ষ ষাট হাজার মার্কিন ডলার)

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

সুলতান মোঃ ইকবাল

সদস্য (শুল্কঃ রপ্তানি, বন্ড ও আইটি)।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রাণিসম্পদ-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ : ২৬ ভাদ্র ১৪২৭/১০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৩৩.০০.০০০০.১১৯.২৭.০০৬.২০-২৪৮**—যেহেতু, বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারের কর্মকর্তা ডা: খাদিজা বেগম (গ্রেডেশন নং-১৭৮৯), ভেটেরিনারি সার্জন (প্রাক্তন ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কবিরহাট, নোয়াখালী) গত ২৭-০৪-২০১৮ খ্রি: তারিখ হতে ৩০-০৪-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত ০৪ (চার) দিনের নৈমিত্তিক ছুটি নিয়ে কর্মস্থল ত্যাগ করেন। নির্ধারিত ছুটি শেষ হওয়ার পরও এবং আবেদিত ০১-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখ থেকে ৩১-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) মাসের চিকিৎসা ছুটি মঞ্জুরি ব্যতিরেকে গত ০১-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখ থেকে অদ্যাবধি দাপ্তরিক দায়িত্ব ও কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) অনুযায়ী 'পলায়ন' এর অভিযোগে গত ২১-০৭-২০২০ খ্রি: তারিখে ৩৩.০০.০০০০.১১৯. ২৭.০০৬.২০-১৯৫ নং স্মারকে বিভাগীয় মামলা নং-০৫/২০২০ রুজু করে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা: খাদিজা বেগম (গ্রেডেশন নং-১৭৮৯), ভেটেরিনারি সার্জন, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে কারণ দর্শানো নোটিসের লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন;

যেহেতু, গত ২৬-০৮-২০২০ খ্রি: তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য গ্রহণ ও লিপিবদ্ধ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডা: খাদিজা বেগম (গ্রেডেশন নং-১৭৮৯), ভেটেরিনারি সার্জন, ব্যক্তিগত শুনানিতে সন্তোষজনক জবাব প্রদানে ব্যর্থ হয়েছেন ও তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তিনি দণ্ড পাওয়ার যোগ্য;

যেহেতু, ডা: খাদিজা বেগম (গ্রেডেশন নং-১৭৮৯), ভেটেরিনারি সার্জন, অপরাধ স্বীকারপূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন;

সেহেতু, ডা: খাদিজা বেগম (গ্রেডেশন নং-১৭৮৯), ভেটেরিনারি সার্জন (প্রাক্তন ভেটেরিনারি সার্জন, উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, কবিরহাট, নোয়াখালী)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(গ) 'পলায়ন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসংগিক সকল বিষয়াদি বিবেচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২)(খ) অনুযায়ী তার ০২ (দুই)টি বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত করার লঘুদণ্ড আরোপ করা হলো। তার গত ০১-০৫-২০১৮ খ্রি: তারিখ থেকে ২৫-০৮-২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত মোট ০২ (দুই) বছর ০৩ (তিন) মাস ২৫ (পঁচিশ) দিন দাপ্তরিক দায়িত্ব ও কর্মস্থলে অননুমোদিত অনুপস্থিতির সময়কাল বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে এ সংক্রান্ত বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না বা দাবী করতে পারবেন না।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রওনক মাহমুদ
সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আশ্বিন ১৪২৭/২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৩৯.০০.০০০০.০১৫.০৬.০২১.১৩-১২৮**—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার আইন-২০১০ এর ধারা ৬-এর উপধারা-২ অনুযায়ী গত ২৩ জুলাই ২০১৭ তারিখে গঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়াধীন "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার" এর পরিচালনা বোর্ডের মনোনীত সদস্যগণের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ায় পরবর্তী ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার"-এর পরিচালনা বোর্ড নিম্নরূপভাবে নির্দেশক্রমে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র/উইং প্রধান, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩. যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪. যুগ্মসচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন কেন্দ্র, আগারগাঁও, ঢাকা।

৬. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৭. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আগারগাঁও, ঢাকা।

৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ, ড. কুদরাত-এ-খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

৯. অধ্যাপক ড. সুব্রত কুমার আদিত্য, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১০. অধ্যাপক ড. সুলতানা শফি, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১. অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আনিসুজ্জামান তালুকদার, তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক্স কৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১২. অধ্যাপক ড. কাজী আজিজুল মাওলা, স্থাপত্য বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১৩. মহাপরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার, বিজয় সরণি, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোহাম্মদ মুসলিম
উপসচিব।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ত্রাণ প্রশাসন-২ শাখা

আদেশ

তারিখ : ৩১ ভাদ্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫১.০০.০০০০.৪১০.১২.০০৫.১৬.১৭**—যেহেতু জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর নেত্রকোনা জেলায় কেন্দুয়া উপজেলায় প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা হিসেবে কর্মকালে আপনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক কেন্দুয়া থানায় মামলা নং ১০(১১)২০১১ জি, আর ১৯০/২০১১ দায়ের করা হয়। পরবর্তীতে কেন্দুয়া থানায় চার্জশীট নং-১০৫, তারিখ : ১৮-০৬-২০১৪ খ্রিঃ বিজ্ঞ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, নেত্রকোনায় দাখিল করা হয়। অতঃপর মামলাটি বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত, ময়মনসিংহে স্থানান্তরিত হয় যার মামলা নং ২০/২০১৬;

২। যেহেতু উক্ত দুর্নীতির অভিযোগ চলমানকালে আপনার পদোন্নতি হয় এবং মামলায় তথ্য গোপন রেখে পদোন্নতি নেয়ায় আপনার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে বিভাগীয় মামলা নং ৩/২০১৬ রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং তিনি উক্ত অভিযোগের বিষয়ে একটি বিস্তারিত জবাব পেশ করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু বিজ্ঞ বিশেষ জজ আদালত ময়মনসিংহ ০২-১০-২০১৯ খ্রিঃ তারিখের আদেশে তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে মামলা নং ২০/২০১৬ এর দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হয় কিন্তু তথ্য গোপন সংক্রান্ত অভিযোগে বিভাগীয় মামলা চলমান থাকে;

৪। যেহেতু অভিযুক্তের প্রার্থনার প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৩-১১-২০১৬ খ্রিঃ, ১৫-১২-২০১৬ খ্রিঃ এবং সর্বশেষ ১৫-০৯-২০২০ খ্রিঃ তারিখে তার উপস্থিতিতে শুনানী গৃহীত হয়;

৫। যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও সরকার পক্ষের নথি উপস্থাপনকারী কর্মকর্তার শুনানী, সংশ্লিষ্ট নথি পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যালোচানপূর্বক জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধিমতে আনীত মামলার তথ্য গোপনের অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৬। সেহেতু জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম, প্রাক্তন উপ-পরিচালক, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর-কে তার বিরুদ্ধে আনীত বিভাগীয় মামলা নং ০৩/২০১৬ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

মোঃ মোহসীন
সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৭/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০২.২০.১৯৬**—'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমি, বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০ (দশ) সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সাংগঠনিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	জেলা প্রশাসক	..	জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, নেত্রকোণা	সভাপতি
০২	উপসচিব (সমন্বয়)	..	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	সদস্য
০৩	উপসচিব	..	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	সাংস্কৃতিক বিদ্যুৎসাহী	দূর্গাপুর, নেত্রকোণা	সদস্য
০৫	সেক্রেটারী জেনারেল, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়াসন কেন্দ্রীয় কমিটি।	সাংস্কৃতিক বিদ্যুৎসাহী	ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়াসন কেন্দ্রীয় কমিটি, ভাটিকাশর, ময়মনসিংহ।	সদস্য
০৬	লুদিয়া মালঞ্চ সাংমা সহকারী প্রধান শিক্ষক	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব	বিরিশিরি মিশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	সদস্য
০৭	বথুয়েল চিসিম পিতা : মৃত জহন রেমা	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব	গ্রাম : রামজিতপুর ডাক : বালুচড়া উপজেলা : কলমাকান্দা জেলা : নেত্রকোণা।	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	সাংগঠনিক ও পেশাগত অভিজ্ঞতা	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০৮	সুজন হাজং	কবি, গীতিকার ও কলামিস্ট	গ্রাম : দাহাপাড়া ডাক : দূর্গাপুর থানা : দূর্গাপুর জেলা : নেত্রকোণা।	সদস্য
০৯	যুগল কিশোর কোচ পিতা : মহন্ত কুমার কোচ	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব	গ্রাম : রাংটিয়া ডাক : রাংটিয়া উপজেলা : ঝিনাইগাতী জেলা : শেরপুর।	সদস্য
১০	পরিচালক	..	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কালচারাল একাডেমী, বিরিশিরি, দুর্গাপুর, নেত্রকোণা।	সদস্য-সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ১০-০১-২০২০ খ্রি: তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ললিতা রানী বর্মন
উপসচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ আশ্বিন ১৪২৭/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০১৪.১৯-১৬২**—যেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার (৬০১৯৩৯) নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক গোপণীয় অনুবেদন দাখিল না করার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ০৬/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না তার জবাব অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য ২২-০৯-২০১৯ তারিখে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তাও লিখিতভাবে জনানোর একই পত্রে নির্দেশ প্রদান করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার ১০ (দশ) দিন সময় বৃদ্ধির জন্য ১৩-১০-২০১৯ তারিখে আবেদন করেন এবং আবেদন অনুযায়ী জবাব দাখিলের সময় ১৭-১১-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। কিন্তু বর্ধিত সময় ১৭-১১-২০১৯ তারিখে অতিক্রান্ত হলেও অভিযুক্ত নির্বাহী প্রকৌশলী কোনোরূপ জবাব প্রেরণ করেননি বা ব্যক্তিগত শুনানী প্রদানের ইচ্ছা পোষণ করেননি। অতঃপর জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার এর অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পরীক্ষান্তে বিভাগীয় মামলা তদন্তের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় এ বিভাগের উপসচিব জনাব মোঃ আব্দুল মোক্তাদের-কে তদন্ত কর্মকর্তা এবং সহকারী সচিব জনাব বিনা রাণী দাস-কে মামলা পরিচালনা কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ২৮-০১-২০২০ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্তে জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।

যেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার-কে অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা এবং তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণকরতঃ কেন তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না তা উল্লেখপূর্বক একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি মোতাবেক দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; কিন্তু নির্ধারিত ০৭ (সাত) কার্যবিদবসের মধ্যে তিনি জবাব দাখিল করেননি। এ প্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ক) অনুযায়ী তাঁর চাকুরী "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।

যেহেতু, The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations, 1979 এর বিধান মোতাবেক জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার এর গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়। কমিশন গত ২৭-৭-২০২০ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১০১.৩৪.০০৩.২০.৭৯ নম্বর স্মারকে "নিম্নপদে অবনমিতকরণ" গুরুদণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে।

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার (৬০১৯৩৯) নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিভাগ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা (বেতন

স্কেল ৪৩০০০—৬৯৮৫০ গ্রেড-৫ স্কেলে বর্তমান বেতন ৫৮৫৬০/) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বিভাগীয় মামলার তদন্ত প্রতিবেদন, সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে বর্ণিত অপরাধের জন্য তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী বর্তমান পদ হতে একধাপ নিম্নপদে অর্থাৎ নির্বাহী প্রকৌশলী পদ থেকে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ৩৫৫০০—৬৭১০০/- (গ্রেড-৬) স্কেলে অবনমিতকরণ গুরুদণ্ড আরোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর উপর আরোপযোগ্য এ গুরুদণ্ডের বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদন রয়েছে।

এক্ষণে, সেহেতু, জনাব মোঃ ফিরোজ আখতার (৬০১৯৩৯) নির্বাহী প্রকৌশলী-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩)(ক) বিধি অনুযায়ী বর্তমান পদ হতে একধাপ নিম্নপদে অর্থাৎ নির্বাহী প্রকৌশলী পদ থেকে উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী পদে ৩৫৫০০—৬৭১০০/- (গ্রেড-৬) স্কেলে অবনমিতকরণ গুরুদণ্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজরুল ইসলাম
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-০২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ আশ্বিন, ১৪২৭/১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২০

নং **৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭.০১৬.১৯-২৪১**—যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় আইডিয়েল কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ এর শাখা খোলা ও কর্ম এলাকা সমগ্র ঢাকা বিভাগব্যাপী বৃদ্ধির জন্য ব্যবস্থাপনা কমিটির বিশেষ সাধারণ সভায় যে যৌক্তিকতা দেখানো হয়েছিল তা গ্রহণযোগ্য ছিল কিনা বা আইন ও বিধিসম্মত কিনা এবং সভার কার্যবিবরণীতে সমিতির আর্থিক চিত্র তুলে ধরা, সমিতির ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার জন্য কোন বাজেট ছিল কিনা, দক্ষ জনশক্তি আছে কিনা বা ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রশিক্ষিত কিনা, বিভাগব্যাপী কর্ম এলাকা বৃদ্ধি পেলে আর্থিক শৃঙ্খলার সাথে সমিতি পরিচালনায় সমিতি কর্তৃপক্ষ সক্ষম হবে কিনা উক্ত বিষয়গুলোতে কোন মতামত/সুপারিশ ব্যতীত উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করায় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কর্মএলাকা ঢাকা বিভাগব্যাপী বৃদ্ধি ও শাখা খোলার ফলে সমিতি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবাধে জনগণের নিকট হতে অর্থ সংগ্রহ ও সংগৃহীত অর্থ আত্মসাৎ এর সুযোগ পায়। পরবর্তীতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৬তম বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে কর্তব্যে অবহেলা প্রদর্শনের কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের (Misconduct) দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে ০৪-০৯-২০১৯ তারিখের ৪৭.০০.০০০০.০৩২.২৭. ০১৬. ১৯-৩৮৮(২) নম্বর স্মারকে কারণ দর্শাতে বলা হলে তিনি ১৮-০৯-২০১৯ তারিখে লিখিত জবাব দাখিল করেন। উক্ত বিভাগীয় মামলার বিষয়ে গত ১৯-০১-২০২০ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত তারিখে তিনি ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশ গ্রহণ না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ আহসান কবীর, অতিরিক্ত নিবন্ধক (সমিতি ব্যবস্থাপনা), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। জনাব মোঃ মিজানুর রহমান এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে নির্দোষ মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা ০৯-০৮-২০২০ তারিখ দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে মতামত প্রদান করেছেন; এবং

৩। যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

৪। সেহেতু, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিবন্ধক (বর্তমানে সাময়িক বরখাস্ত), সমবায় অধিদপ্তর, ঢাকা ও প্রাক্তন জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রেজাউল আহসান
সচিব।

স্থানীয় সরকার বিভাগ
উপজেলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪২৭/২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং **৪৬.০০.০০০০.০৪৫.২৭.০১৩.২০-৪২৫**—যেহেতু, জনাব রবিন তঞ্চঙ্গ্যা, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বিলাইছড়ি, রাঙ্গামাটি এর বিরুদ্ধে সংরক্ষিত সরকারি বন হতে গাছ চুরির অভিযোগে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এর মামলা নং-বন (সি.আর)০৬/২০১৬ (দঃ) ধারা : ১৯২৭ সনের বন আইন (২০০০ সনে সংশোধিত) এর ২৬ (১ক) ধারার অপরাধে গত ০১-০৯-২০১৯ তারিখের আদেশে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অর্থদণ্ডে অনাদায়ে আরো ১ (এক) মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়; এবং

যেহেতু, চুরি মামলার দণ্ডপ্রাপ্ত একজন আসামি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদে আসীন থাকলে পরিষদের প্রতি জন সাধারণের শ্রদ্ধা ও আস্থা বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যা পরিষদ বা রাষ্ট্রের স্বার্থের হানিকর তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি;

সেহেতু, সরকার জনস্বার্থে তাকে তার স্বীয় পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ [উপজেলা পরিষদ (সংশোধন) আইন, ২০১১] এর ১৩খ (১) ধারা অনুসারে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জনাব রবিন তঞ্চঙ্গ্যা-কে বিলাইছড়ি উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান পদ হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে তা কার্যকর হবে।

মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম
উপসচিব।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০২ আশ্বিন ১৪২৭/১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১২.২২৬—Allocation of Business Among The Different Ministries and Divisions (Schedule I of The Rules of Business, 1996) (Revised up to April 2017) এর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অংশে ৩৭ নম্বর ক্রমিকে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের চাহিদা মোতাবেক জাতীয় সংসদের ৭১ পাবনা-৪ নির্বাচনি এলাকার (আটঘরিয়া উপজেলা এবং ঈশ্বরদী উপজেলা) শূন্য আসনে ভোটগ্রহণের দিন অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ শনিবার সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

কাজী মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৭/১৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৩.২০.৩২৩—যেহেতু, কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (পরিচিতি নং-১১৪০৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সহকারী পরিচালক, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হিসেবে কর্মকালে কর্তব্য কর্মে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছেন, তিনি দীর্ঘদিন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন অফিসের গুরুত্বপূর্ণ চিঠিপত্রের জবাব না দিয়ে ফেলে রেখেছেন, তার নিকট বিগত ১৯-০১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন অফিসের প্রায় ৩১৪ চিঠিপত্র পেন্ডিং ফেলে রাখতে দেখা যায় এবং উক্ত পেন্ডিং চিঠিপত্রের হিসাব বার বার চাওয়া সত্ত্বেও তিনি কোন হিসাব দেননি;

২। যেহেতু, তিনি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশের কোন তোয়াক্কা করেননি, তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করেননি এবং তিনি সহকারী পরিচালক (অর্থ-২), জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হিসেবে তার দাপ্তরিক কাজের সাথে সম্পৃক্ত অধস্তন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছেন;

৩। যেহেতু, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন না করে অফিসে আগত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কাজের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন এবং অফিসের কাজের স্বাভাবিক গতি ব্যাহত করেন, ফলে কর্তৃপক্ষকে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং সেবা প্রত্যাশীদের নিকট মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে;

৪। যেহেতু, তিনি অফিসে বিলম্বে উপস্থিত হন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে অফিস ত্যাগ করেন এবং অফিস সময়ে তাকে না পেয়ে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেন না বা কোন প্রকার যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন না, ফলে তাৎক্ষণিকভাবে জরুরি প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে না পারায় কর্তৃপক্ষকে অহেতুক নানা অসুবিধায় পড়তে হয়;

৫। যেহেতু, তার বিরুদ্ধে প্রায়শই সেলামি ও উৎকোচের বিনিময়ে কার্যসম্পাদন করার মৌখিক ও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায় এবং বিগত ১৮-১১-২০১৯ তারিখে "সেলামি না দিলে মাননীয় মন্ত্রীর কথা অমান্য" শিরোনামে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট উত্থাপিত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত হয়;

৬। যেহেতু, তিনি সহকারী পরিচালক (অর্থ-২), জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল হিসেবে কর্মকালে ১,১৮,০০০ (এক লক্ষ আঠারো হাজার) টাকা অগ্রিম গ্রহণ করেন, বার বার বলা সত্ত্বেও সমন্বয়ের ব্যবস্থা করেননি এবং যথাসময়ে গৃহীত অগ্রিম অর্থ সমন্বয় না করা সরকারি অর্থ আত্মসাৎ ও দুর্নীতির সামিল;

৭। যেহেতু, তাকে জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২৯-০১-২০২০ তারিখের ৪৮.০২.০০০০.০০১.০০.৪৭৯.১৯.৯৮৩ নং স্মারক অনুযায়ী উক্ত তারিখ অপরাহ্ণ ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে দায়িত্বভার সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সোলায়মান কবির এর নিকট হস্তান্তরপূর্বক প্রশাসন শাখায় সংযুক্ত থাকার নির্দেশনা প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ সোলায়মান কবির এর নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করেননি যা শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ;

৮। যেহেতু, কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (পরিচিতি নং-১১৪০৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-এর উক্তরূপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ; এবং

৯। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-প্রমাণ এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত বেশ কয়েকটি অভিযোগ প্রমাণকবিহীন যা শুনানিকালে রাষ্ট্রপক্ষ স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত কর্মকর্তা অবশ্যই আন্তরিক ছিলেন না মর্মে প্রতীয়মান হয়, কারণ শুনানিকালে তিনি নিজেই স্বীকার করেন যে তার কাছে বেশ কিছু পত্র অনিষ্পন্ন অবস্থায় ছিলো। তাছাড়া রাষ্ট্রপক্ষের দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদনেও অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পত্র উপস্থাপনে চরম দায়িত্বহীনতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (১১৪০৪) দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেছেন, গুরুত্বপূর্ণ পত্রসমূহ যথাসময়ে উপস্থাপন না করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আইনানুগ আদেশ অমান্য করেছেন। আইনানুগ আদেশ পালন না করে সংশ্লিষ্টদের বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছেন যা শৃঙ্খলা পরিপন্থী। এহেন কর্মকান্ডের জন্য অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য।

১০। সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কাজী মোহাম্মদ মাইনুদ্দিন (পরিচিতি নং-১১৪০৪), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী সচিব, ক্যাডার বহির্ভূত), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে অভিযোগের গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় বিবেচনায় একই বিধিমালার বিধি ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তাঁকে "তিরস্কার" সূচক লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ ইউসুফ হারুন
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

বীমা অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১২ আশ্বিন ১৪২৭/২৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৫৩.০০.০০০০.৪১১.১১.০০১.২০-২৪৫—বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের সদস্য (লাইফ) ড. এম মোশাররফ হোসেন এফসিএ এর বর্তমান পদে নিয়োগের চুক্তি বাতিল করে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ৫(২) ধারার ক্ষমতাবলে এবং উক্ত আইনের ৬(১) ধারা অনুসারে তাঁকে যোগদানের তারিখ হতে পরবর্তী ৩(তিন) বছর মেয়াদে একই কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করা হ'ল।

২। বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ এর ১২ ধারা অনুযায়ী তাঁর চাকুরির শর্তাবলি সরকারের সাথে সম্পাদিত চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হবে।

৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

কামরুল হক মারুফ
উপসচিব।

খাদ্য মন্ত্রণালয়

(সংস্থা প্রশাসন শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৭ আশ্বিন ১৪২৭/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ১৩.০০.০০০০.০২২.১২.০০১.৯৪-৩২৮—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখের ০৫.১৩৩.০০৬.০৩. ১৬১.০৪.২০১২-৪৮ নম্বর স্মারকে জারীকৃত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক পদটি গ্রেড-১ এর উন্নীত করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. শেখ নুরুল আলম
উপসচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বায়োটেকনোলজি সেল

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ আশ্বিন ১৪২৭/২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৩৯.০০.০০০০.০২৫.০৬.০০২.১৬.৯৮—জাতীয় জীবপ্রযুক্তি নীতি, ২০১২ এর ৬.৩ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক জাতীয় কারিগরি কমিটি নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সিনিয়র সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২। অতিরিক্ত সচিব, বায়োটেকনোলজি সেল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৩। ড. মোঃ আবদুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পিপিবি ও ফোকাল পয়েন্ট), কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৪। জনাব মোঃ সাজেদুল কাইউম দুলাল, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৫। সৈয়দ আলী রেজা, যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা

৬। ড. মোঃ নজরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

৭। ড. মো. আনোয়ার হোসেন, ইউজিসি অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৮। ড. মোঃ আফতাব উদ্দিন, অধ্যাপক জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগ (শিল্প বিষয়ক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

৯। ড. মু. আবুল হাসানাত, অধ্যাপক, এনডোক্রাইনোলজি বিভাগ (চিকিৎসা বিষয়ক), বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১০। ড. হাসিনা খান, অধ্যাপক, প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ (উদ্ভিব বিষয়ক), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

১১। ড. মোঃ শহীদুর রহমান খান, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব মাইক্রোবায়োলজি এ্যান্ড ফ্যাকাল্টি অব ভেটেরিনারি সায়েন্স (পশু বিষয়ক), বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

১২। জনাব মোঃ আব্দুল মতিন, উপপ্রধান ও ফোকাল পয়েন্ট, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৩। জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, উপসচিব (জনস্বাস্থ্য-২) ও ফোকাল পয়েন্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

১৪। ড. মোঃ খলিলুর রহমান, চীফ সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (মৎস্য বিষয়ক), ময়মনসিংহ।

১৫। ড. মুনিরুল আলম, সিনিয়র সায়েন্টিস্ট, ইমার্জিং ইনফেকশন (পরিবেশ বিষয়ক), আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ।

১৬। জ্যেষ্ঠতম প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজি, সাভার, ঢাকা।

১৭। ড. মোঃ আবদুছ ছালাম, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, খামারবাড়ি, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১৮। মহাপরিচালক, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়ো-টেকনোলজি, গণকবাড়ি, সাভার, ঢাকা।

২। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের বায়োটেকনোলজি সেলের কর্মকর্তা (ফোকাল পয়েন্ট), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের "জীবপ্রযুক্তি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্টকে এর সকল কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য কো-অপ্ট করা হলো।

৩। কমিটির কর্মপরিধি :

১। জাতীয় জীবপ্রযুক্তি অগ্রাধিকারসমূহ সনাক্তকরণ;

২। প্রকল্প প্রস্তাবনার অনুরোধ প্রেরণ;

৩। জীবপ্রযুক্তি গবেষণার বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং শিল্পে অংশীদার অনুসন্ধানকরণ;

৪। জীবপ্রযুক্তিতে সম্পদের প্রবাহমানতা অনুসন্ধান (দক্ষতা, তহবিল ও সুবিধা);

৫। আধুনিক ও সমৃদ্ধ জীবপ্রযুক্তির সুফল সম্পর্কে জনসচেতনা তৈরির লক্ষ্যে বিষয়সমূহ নির্ধারণ;

৬। জাতীয় নীতি ও কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয়;

৭। জাতীয় নীতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে কমিটি ন্যূনপক্ষে প্রতি ছয় মাসে সভায় একবার মিলিত হবে; এবং

৮। কমিটি প্রয়োজনবোধে যে কোন সদস্য/বিশেষজ্ঞ কো-অপ্ট করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

নার্গিস আকতার ডলী
উপসচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৬ আশ্বিন ১৪২৭/২১ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ২৮.০৫.০০০০.০১২.২৭.০০১.১৭-৮৯—জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (ভূতত্ত্ব), জনাব মোঃ সাখিন উজ্জামান এক নাগাড়ে ৫ (পাঁচ) বছরের অধিককাল কর্ম (ডিউটি) হতে অনুপস্থিত থাকায় বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বিএসআর পার্ট-১) এর বিধি-৩৪ এর বিধান অনুযায়ী ০১-০২-২০১৫ তারিখ থেকে তাঁর সরকারি চাকরির অবসান (cease) করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আনিছুর রহমান
সিনিয়র সচিব।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

যুব-১ শাখা

আদেশ

তারিখ: ০১ আশ্বিন ১৪২৭/১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৩৪.০০.০০০০.০৫১.০৪.০০৬.২০-৩৩৯—যেহেতু জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির, সহকারী পরিচালক প্রেষণে গত ০৩-০৩-২০০৩ খ্রি. তারিখ থেকে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকায় সহকারী পরিচালক পদে কর্মরত আছেন;

যেহেতু তিনি শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার অপারেটর, জনাব মোঃ জাকির হোসাইনকে বিগত ২৫-১১-২০১৯ খ্রি. তারিখে বিকেল ২.৩০ ঘটিকায় সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম এর অফিস কক্ষে ডেকে নিয়ে দুর্ব্যবহার ও উত্তেজিত হয়ে অশালীন ভাষা প্রয়োগ করেছেন, তার নাক চেপে ধরেছেন এবং দু'গালে দুটি চড় মেরে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছেন মর্মে অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক তার বিরুদ্ধে 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগবিবরণীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত শুনানি চাইলে গত ০৮-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানিকালে গত ২৫-১১-২০১৯ খ্রি. তারিখে জনাব মোঃ জাকির হোসাইন এর উপর উত্তেজিত হওয়ার কারণে তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন'

যেহেতু, শুনানিতে সরকার পক্ষের ও তার বক্তব্য, দাখিলকৃত জবাব ইত্যাদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধিমতে অসদাচরণে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং সার্বিক দিক বিবেচনায় লঘুদন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ হুমায়ূন কবির, সহকারী পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রেষণে কর্মরত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' এর অপরাধে একই বিধিমালায় ৪ এর (২)(খ) উপবিধিমতে আগামী ১(এক) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি (ইনক্রিমেন্ট) বন্ধ রাখার শাস্তি আরোপ করা হল।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

মোঃ আখতার হোসেন
সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪২৭/২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১১২.১০(অংশ-১).১৬৬—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	চর কাওনিয়া	২৯	৮৬৭	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
২	সফিপুর	৭২	৩৮৮	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৩	উত্তর শ্রীপুর	৯৪	৩১৪	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৪	সল্লা	১৩৮	৩০১	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৫	অমরপুর	২২৪	৫৯৬	নোয়াখালী সদর	নোয়াখালী
৬	দক্ষিণ রামপুর	১২৫	৩৫৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৭	বালুচর	১৩৬	৩২৫	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৮	ভবানীজীবনপুর	২০৫	১০৬০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
৯	বজ্‌রা	২৪৮	৯১৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১০	রসিদপুর	২৬৩	৭১৩	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১১	অম্বনগর	৩০৩	৩০২৯	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১২	রছুলপুর	৩১৩	১১৩৫	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৩	বড় শরীফপুর	৩২০	১৩২০	বেগমগঞ্জ	নোয়াখালী
১৪	চর আলী হাসান	৯৮	১১৬৩	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১৫	নিশ্চিন্তপুর	২০৮	২৭২	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১৬	চিলাদি	২০৯	৯৮১	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১৭	পূর্ব্ব চর মনসা	২২০	৫২৯	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১৮	চর মটুয়া	২২২	৮৭৬	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর
১৯	ফরাসগঞ্জ	২২৩	৫৮৫	লক্ষ্মীপুর সদর	লক্ষ্মীপুর

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. আরিফ পাশা
উপসচিব।

জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০২ আশ্বিন ১৪২৭/১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৪.০৪৩.১২(অংশ-১).১৬৮—State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	শিবপুর	৬০	১১৫	ডুমুরিয়া	খুলনা
২	খাগড়াবুনিয়া	১৭৩	১০৭	ডুমুরিয়া	খুলনা
৩	আলকা	১৪	১৫৩১	ফুলতলা	খুলনা
৪	দামোদর	১৮	৫৪৭০	ফুলতলা	খুলনা
৫	হাড়িখালী	১১	২৩২৯	তেরখাদা	খুলনা

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৬	জয়সেনা	২২	১৩৬০	তেরখাদা	খুলনা
৭	কামারোল	২৭	৩৭৪৭	তেরখাদা	খুলনা
৮	পাতলা-নাচুনিয়া গোবিন্দপুর	২৯	৪৬৩৩	তেরখাদা	খুলনা
৯	কোথন্ডা	১৫	২৮২২	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১০	ঘোনা	১৯	৩৬৫৫	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১১	গাজীপুর	২৩	৮৭৩	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১২	মাহমুদপুর	৩৫	৪৬২৮	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৩	রাজাপুর	৪০	৩৫৮	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৪	জগন্নাথপুর	৪৪	১৬৫৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৫	পরানদহ	৪৫	১৫৭৩	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৬	পুরুষোত্তমপুর	৫০	১৬৯৯	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৭	বিহারীপুর	৫১	৩৬২	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৮	পাথরঘাটা	৬৯	১১৩৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
১৯	রঘুনাথপুর	৭১	১৮৯২	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২০	বলাডাঙ্গা	৮০	১১১৮	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২১	মাধবকাটী	৮১	৯৫১	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২২	মৃজাপুর বাঁশঘাটা	৮৩	১০৩১	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৩	মকুন্দপুর	৮৫	১২৫০	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৪	রাজনগর	৮৬	১৮৬৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৫	লাবসা	৮৮	১২২৪	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৬	মাগুরা গোপিনাথপুর	৯০	২৯৯৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৭	রসুলপুর	৯২	২১৩৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৮	কাশিমপুর	৯৩	৩৪৩২	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
২৯	সাতক্ষীরা	৯৯	৪৪০২	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩০	মাছখোলা	১০২	২৫৯৯	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩১	ব্রক্ষরাজপুর	১০৩	২৮৩০	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩২	বালিতা এল্লার চক	১০৪	১৫২২	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩৩	ফিঙ্গারী	১০৭	২২৫০	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩৪	গাভা	১০৮	১১০৯	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩৫	ধুলিহার	১১০	৬৪৫৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩৬	চাঁদপুর	১১৪	১৯৬৬	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩৭	কোমরপুর	১১৫	৮০১	সাতক্ষীরা সদর	সাতক্ষীরা
৩৮	কচুয়া	৪৫	১৬৯৯	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৩৯	স্বরনপুর	১১৮	৪৫২	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৪০	একসরা	১২৫	১১৯০	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৪১	চক তোয়ারডাঙ্গা	৮২	১২৬১	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৪২	জামালনগর	৭৪	৫৪৮	আশাশুনি	সাতক্ষীরা
৪৩	বাদুখালী	৭০	১২৮৪	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
৪৪	দক্ষিণ খানপুর	১০০	২০৪৯	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
৪৫	মগরা	১০৯	৫৬৪	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
৪৬	খারদ্দার	১৫৫	৫৫৪	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৪৭	রাধাবল্লভা	১৫৮	৬৫৬	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
৪৮	বড় বাঁশবাড়িয়া	১৭৪	৯৮০	বাগেরহাট সদর	বাগেরহাট
৪৯	বড় আন্ধার মানিক	২৫	৫৫৩	কচুয়া	বাগেরহাট
৫০	খলিসাখালি	৩২	৫৪৯	কচুয়া	বাগেরহাট
৫১	আলোকদিয়া	৭৩	৫৬	কচুয়া	বাগেরহাট
৫২	টেংরাখালি	৪৮	২০৪০	কচুয়া	বাগেরহাট
৫৩	সাংদিয়া	৬৭	১৪৬৯	কচুয়া	বাগেরহাট
৫৪	নুরুল্লাপুর	৩২	৫৯০	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৫৫	বৌলপুর	৫৭	১৩৭০	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৫৬	বশীবাওয়া	৬০	৮১৬	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৫৭	কাঁটাবুনিয়া	৬২	৯৫৪	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৫৮	চর গোপালপুর অন্তপাতি	৭১	২৮২	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৫৯	সিংজোর	৭৩	৭১০	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৬০	রাজৈর	৮৫	৫৮৫	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৬১	পুটীখালী	১১	২৫৭৯	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৬২	হোগলাপাশা	৫৪	১৭৮২	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৬৩	গোবিন্দপুর	৫৫	১৩৫৯	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৬৪	বড় বাদুরিয়া	৮৯	৯৬৩	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট
৬৫	বহরবুনিয়া	১০০	২৩৪৬	মোড়েলগঞ্জ	বাগেরহাট

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. আরিফ পাশা
উপসচিব।

জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তিসমূহ

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৭/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৩১.০০.০০০০.৪৯.৩৩.০৬১.১৯.১৭১— State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারার (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কৃষ্ণপুর	১৮	২১৬	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
২	দেবপুর	২০	৫৯০	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৩	কুমীরমারা	৩৩	৫৪০	কলাপাড়া	পটুয়াখালী
৪	শিববাড়িয়া	৫৫	১৭৫২	কলাপাড়া	পটুয়াখালী

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৭.১৬.১৭৩— State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951)-এর ১৪৪ ধারা (৭) নম্বর উপ-ধারা এবং প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫ (Tenancy Rules, 1955)-এর ৩৪(২) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে :

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	গড় চৈতন্যপুর	২৫	৬৭৬	সোনাতলা	বগুড়া
২	পশ্চিম তেকানী	৪৯	১৫০১	সোনাতলা	বগুড়া

ক্রম	মৌজার নাম	জে.এল. নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
৩	দরি হাঁসরাজ	৫১	৬১০	সোনাতলা	বগুড়া
৪	মধ্য দিঘলকান্দি	৭৮	১৫৭৭	সোনাতলা	বগুড়া
৫	খাটিয়ামারি রাধাকান্তপুর	১০০	৪১০	সোনাতলা	বগুড়া
৬	কান্তনগর	০৫	২২২৯	ধুনট	বগুড়া
৭	কাদাই	০৬	৮৮৮	ধুনট	বগুড়া
৮	গজারিয়া	১৬	৯৪৬	ধুনট	বগুড়া
৯	তালোড়া	৮০	৩১৫৭	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
১০	ডাকাহার	৮১	৬৪৫	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
১১	খিহালী	১০৩	২৯৫৯	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
১২	সাবলা	১১০	৮৮৪	দুপচাঁচিয়া	বগুড়া
১৩	শিয়ালশোন	৪০	৬১৩	আদমদিঘী	বগুড়া
১৪	রামপুরা	৪৭	৪৩২	আদমদিঘী	বগুড়া
১৫	দেলুঞ্জা	৭২	৬২২	আদমদিঘী	বগুড়া
১৬	বিনাহালী	৭৩	৬৮৬	আদমদিঘী	বগুড়া
১৭	কুশাবাড়ী	১০৩	৯৪২	আদমদিঘী	বগুড়া
১৮	ভুগোইল	১৭	৩৫৭	কাহালু	বগুড়া
১৯	যুগীর ভবন	২৩	৪৩৯	কাহালু	বগুড়া
২০	বিষ্ণুপুর	৮৫	৩৬০	কাহালু	বগুড়া
২১	সরো	১৮১	২৩৭	শেরপুর	বগুড়া
২২	নন্দ তেঘরি	১৮৯	১৩৭	শেরপুর	বগুড়া
২৩	কালিয়াকৈর সিংহেরপাড়া	২১৭	২৩১	শেরপুর	বগুড়া

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম. এম. আরিফ পাশা
উপসচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৯ আশ্বিন ১৪২৭/২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৩.২০.২০০—ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি' এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০ (দশ) সদস্যবিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
১	২	৩	৪
১	জনাব কংজরী চৌধুরী চেয়ারম্যান	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সভাপতি
২	যুগ্মসচিব/উপসচিব	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৩	উপসচিব (সমন্বয়)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৪	জনাব জুয়েল চাকমা আহ্বায়ক	ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ও সদস্য পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
৫	জনাব শতরূপা চাকমা সদস্য	পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
৬	প্রফেসর বোধিসত্ত্ব দেওয়ান প্রাক্তন অধ্যক্ষ	খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
৭	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি	সদস্য
৮	জনাব মংপ্রু চৌধুরী মারমা লেখক ও গবেষক	মারমা লেখক ও গবেষক, খাগড়াছড়ি	সদস্য
৯	বেগম মৌসুমী ত্রিপুরা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী	বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী, খাগড়াছড়ি	সদস্য
১০	জনাব জিতেন চাকমা উপ-পরিচালক (ভা:)	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি	সদস্য সচিব

২। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময়ে যে কোন মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোন সদস্য যে কোন সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ০৪-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ললিতা রানী বর্মন
উপসচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ০২ আশ্বিন ১৪২৭/১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ২৩.০০.০০০০.০৭০.২৭.০২৮.১৮.১৪০—যেহেতু, অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন (১০৩০১), মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কর্মরত থাকাকালীন তাঁর বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তাঁকে ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৭০.২৭.০২৬.১৮.৩১১ স্মারকমূলে সরকারি চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ আনয়নের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী গঠন করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৭০. ২৭.০২৮.১৮.৩৮০ স্মারকমূলে কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী গুরুদণ্ডের আওতায় তাঁকে চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না বা উক্ত বিধিমালার বিধানমতে অন্য কোন দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে মর্মে জবাব প্রদানের জন্য অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন (১০৩০১)-কে ১০ কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানী চান কিনা তাও জানতে চাওয়া হয়; তিনি ১০ কার্যদিবস অতিবাহিত হওয়ার পর ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে জবাব প্রদানের জন্য ৩০(ত্রিশ) দিন সময় বর্ধিত করার আবেদন করেন, যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৮ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে পাওয়া যায় এবং সে মতে তাঁকে জবাব প্রদানের জন্য ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে বর্ণিত বিধিমালার ৭(খ) বিধি অনুযায়ী ০৫ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত সময় বর্ধিত করা হয়। সময় বর্ধিত করা সত্ত্বেও তিনি বিলম্বে ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং তাঁর নিকট হতে প্রাপ্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় বর্ণিত বিধিমালার ৭(৩) বিধি অনুযায়ী বিষয়টি তদন্ত করার জন্য প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ১৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের ২৩.০০. ০০০০.০৭০.২৭.০২৮.১৮.৪৫৭ নম্বর স্মারকমূলে জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, অতিরিক্ত সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা ৩০ মে ২০১৯ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, প্রাপ্ত তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন (১০৩০১) এর বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় আনীত প্রতিটি অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি অনুযায়ী তাঁকে কেন "সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে ১৮ জুলাই ২০১৯ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৭০.২৭.০২৮.১৮.২১৫ স্মারকমূলে উক্ত বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুসারে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয় এবং তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদানের জন্য অতিরিক্ত ৪৫ দিন সময় মঞ্জুরের জন্য আবেদন করেন। সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর আদেশের জবাব প্রদানের জন্য অতিরিক্ত সময় বৃদ্ধির আবেদনপত্রটি সন্তোষজনক না হওয়ায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নামঞ্জুর করা হয়; এবং

যেহেতু, অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন (১০৩০১) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, তাঁর জবাব এবং তদন্ত প্রতিবেদন ইত্যাদি বিবেচনা করে প্রস্তাবিত দণ্ড প্রদানের ব্যাপারে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(১০) বিধি অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয় জানায়, "বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর প্রবিধান-৫ অনুযায়ী মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (এমআইএসটি) কমিশনের আওতা বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ কার্যক্রমের সাথে কমিশনের কোন সম্পৃক্ততা না থাকায় অধ্যাপক ড. মোঃ আলমগীর হোসেন (১০৩০১) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং-০১/২০১৮ এ কমিশনের পরামর্শ প্রদানের কোনো সুযোগ নেই"; এবং

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকরি থেকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সদয় অনুমোদন করেছেন;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক অধ্যাপক ড. আলমগীর হোসেন (১০৩০১) (সাময়িক বরখাস্তকৃত), মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ঢাকা-কে সরকারি 'চাকরি থেকে বরখাস্ত' (Dismissal from Service) দণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

জননিরাপত্তা বিভাগ

রাজনৈতিক অধিশাখা-৪

আদেশ

তারিখ : ০৭ আশ্বিন ১৪২৭/২২ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং স্বঃমঃনির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-৩৪১—আগামী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ জাতীয় সংসদের ৭১ পাবনা-৪ নির্বাচনি এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও

নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক অধিশাখা-০৬ কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯. ০১.০০১.২০১৮-২৫৭, তারিখ: ২১-০৯-২০২০ এর অনুচ্ছেদ নং-১৬ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করল :

"সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকায় ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ ভোর ৬.০০ টা হতে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ দিবাগত রাত ১২.০০টা পর্যন্ত আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে।"

(২) যারা এ আদেশ লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে The Arms Act, 1878 এর সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শাহে এলিদ মাইনুল আমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৫ আশ্বিন ১৪২৭/২০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-৪৭৪—মেহেরপুর জেলার সদর থানার মামলা নং-২২, তারিখ: ১৭-০৯-২০১৯ খ্রি: এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-৪৭৫—পটুয়াখালী জেলার দশমিনা থানার মামলা নং-১৩, তারিখ: ১৮-০৩-২০১৬ খ্রি: এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ১০/১১ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-৪৭৬—ঝিনাইদহ জেলার সদর থানার মামলা নং-১৮, তারিখ: ০৮-০৫-১৭ খ্রি: এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(১)(ক)(খ)(২)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০৫.২০-৪৭৭—নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর মডেল থানার মামলা নং-৪৯, তারিখ: ২২-০২-২০১৯ খ্রি: এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৭/১০/১১/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ আমিনুল ইসলাম
উপসচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ আশ্বিন ১৪২৭/২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩৫.২০-১৪৭—যেহেতু, ডাঃ বিলকিস পারভীন, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে তিনি, তার কর্মস্থলে অবস্থান করেন না, নিয়মিত অফিসে আসেন না এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেন না। তিনি তার উপজেলার ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করেন না। বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির কারণে দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতি গ্রহণেচ্ছুগণ সেবা না পেয়ে ফেরৎ যান। ৩০ ডিসেম্বর ২০১৭ হতে ০৪ জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত পরিবার কল্যাণ সেবা ও প্রচার সপ্তাহ চলাকালীন ৩১-১২-২০১৭ তারিখে আড়াইহাজার উপজেলা কমপ্লেক্সে স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদি পদ্ধতির ক্যাম্প নির্ধারিত ছিল। সেখানে তিনি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত ছিলেন এবং সে কারণে সেবা সপ্তাহের কার্যক্রম ব্যহত হয় বিধায় উল্লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ' (Misconduct)** এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়।

২। যেহেতু, তিনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানীর প্রার্থনা করেন। গত ১৬-০৯-২০২০ খ্রি. তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। তিনি জবাবে ও শুনানীতে বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বিলম্ব ও অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন। এছাড়া, তার শারীরিক অসুস্থতার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি ২/১ দিন অফিসে উপস্থিত হতে পারেননি মর্মে স্বীকারও করেছেন। ভবিষ্যতে তিনি আর বিলম্ব করবেন না ও অনুপস্থিত থাকবেন না মর্মে অঙ্গীকার করেছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে তিনি তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন।

৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ডাঃ বিলকিস পারভীন, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি ৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছ এবং যেহেতু তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন এবং মামলার দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছেন।

৪। সেহেতু, সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে ডাঃ বিলকিস পারভীন, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ-কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি দেয়া হলো। মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে।

মোঃ আলী নূর
সচিব।

চিকিৎসা শিক্ষা-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০

নং ৫৯.০০.০০০০.১৪০.১৯.২০২.২০১৮-৩৭৭—চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষক সংকট দূরীকরণের নিমিত্ত দেশের সরকারি মেডিকেল কলেজসমূহে কর্মরত বেসিক সাবজেক্টের (এনাটমী, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্টি, ফরেনসিক মেডিসিন, কমিউনিটি মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি, প্যাথলজি ও এ্যানেসথেসিওলজি) শিক্ষকগণকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং ০৭.০০.০০০০.১৭৩.৫৫.০১০.১৩(অংশ-২)-৮৬, তারিখ: ১৮-৮-২০১৯ খ্রিঃ মারফত মঞ্জুরকৃত নিম্নবর্ণিত নির্ধারিত হারে শর্তসাপেক্ষে মাসিক প্রণোদনা ভাতা প্রদানের সরকারি আদেশ নির্দেশক্রমে জারি করা হলো :

জাতীয় বেতন স্কেল-২০১৫ এর গ্রেড নং	প্রণোদনা ভাতার পরিমাণ (টাকায়)
৯	১০,০০০/=
৮	১১,০০০/=
৭	১৩,০০০/=
৬	১৫,০০০/=
৫	১৬,০০০/=
৪	১৮,০০০/=
৩	২০,০০০/=

শর্তাবলি :

(ক) বেসিক সাবজেক্টের শিক্ষকগণকে মাসিক প্রণোদনা ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে তাদের নিকট হতে দাপ্তরিকভাবে নন-প্র্যাকটিসিং ডিক্লারেশন নিতে হবে। কোন শিক্ষক নন-প্র্যাকটিসিং ডিক্লারেশন দিতে ব্যর্থ হলে কিংবা প্র্যাকটিসিং এর সাথে জড়িত হলে তিনি উক্ত প্রণোদনা ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য বিবেচিত হবেন না;

(খ) নিজস্ব Resource Ceiling এর মধ্যে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে, এ বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না;

(গ) এ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে;

(ঘ) এ ভাতা সংক্রান্ত ব্যয়ে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম দেখা দিলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ি থাকবেন; এবং

(ঙ) এ আদেশ ০১-১০-২০২০ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হিসেবে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বকাউল
উপসচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ ভাদ্র ১৪২৭/১৬ আগস্ট ২০২০

নং শিম/শাঃ ১৭/১০এম-৩/২০০৩(অংশ-৩)/৭১—বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ (২০১৭ সালের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক ২৫ শ্রাবণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/০৯ আগস্ট ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ হতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই আদেশ জারি করা হলো্

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম
উপসচিব (বে:বি:-১)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ

নং বিচার-৭/২-এন-০৪/২০১০-২০৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ আবদুল কুদ্দুস, পিতা-মোঃ আশকর আলী, মাতা-করফুলের নেছা, গ্রাম-বাজার টিলা, ডাকঘর-তাইন্দং, উপজেলা-মাটিরাঙ্গা, জেলা-খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১নং তাইন্দং ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয় কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
বুলবুল আহ্‌মেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।